কালের কণ্ঠ

08 APR 2014

পৃঃ ২০ ... ৪

শিবিরে দায় চাপিয়েও স্বস্তি নেই

যেকোনো সময় ছাত্রলীগের সন্দেহভাজনরা গ্রেপ্তার

রাবিতে রুস্তম হত্যা

রফিকুল ইসলাম ও রোকন রাকিব, রাজশাহী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ নেতা রুস্তম আলী আকন্দ হত্যার ঘটনায় শিবিরের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে আপাতত স্বস্তিতে ছাত্রলীগ। তবে তাদের এই স্বস্তি যেকোনো সময় অস্বস্তিতে রূপ নিতে পারে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক সংস্থা তেমন ইঙ্গিত দিয়ে বলেছে, এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে যেকোনো সময় ছাত্রলীগের কয়েক নেতা-কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এর জন্য ঘটনার আগে ও পরে রুস্তমের কক্ষে উপস্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের কড়া নজরদারিতে রাখা হয়েছে। আরো দু-তিন দিন নজরদারি শেষে সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আনা হতে পারে। এদিকে শিবিরের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে ছাত্রলীগের ডাকা ধর্মঘট প্রত্যাহারে কেন্দ্র থেকে নির্দেশ আসছে বলে, দলীয় সূত্র নিশ্চিত করেছে।

প্রসঙ্গত, গত ৪ এপ্রিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহরাওয়ার্দী হলে নিজ কক্ষে খুন হন ছাত্রলীগের ওই হল শাখার যুগ্ম সম্পাদক রুস্তম আলী আকন্দ। এ হত্যাকাণ্ডের জন্য ছাত্রশিবিরকে দায়ী করে আসছে ছাত্রলীগ। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবিরের সভাপতি আশরাফুল আলম ইমনসহ চার নেতা-কর্মীকে আসামি করে মামলাও করেছে তারা।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, রুস্তম হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপট ও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের দেওয়া বক্তব্য ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

যেকোনো সময় ছাত্রলীগের

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

থেকে সন্দেহের তীর ক্রমশ তাদের দিকেই ঘুরে যাচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পুরোদমে তদন্ত চলছে সম্ভাব্য দুটি কারণকে সামনে রেখে। প্রথমত, ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে খুন; দ্বিতীয়ত আত্মহত্যা বা অসাবধানতায় নিজের গুলিতে মৃত্যু। এ দুটি বিষয়কে সামনে রেখেই এখন তদন্তকাজ এগিয়ে যাচ্ছে বলে নিশ্চিত করেছেন তদন্তসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

রাজশাহী মহানগর পূর্ব জোনের পুলিশের উপকমিশনার প্রলয় চিসিম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের বিষয়টি মাথায় রেখেই তদন্তকাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সন্দেহভাজনদের নিয়েও কাজ করা হচ্ছে। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ নিয়ে পরিষ্কারভাবে কিছু বলা যাবে না।'

তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'রুস্তম হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হিসেবে ছাত্রশিবিরের বিষয়টিও আমাদের মাথায় আছে। তবে পারস্পরিক ঘটনাক্রমের বিশ্লেষণে প্রাথমিকভাবে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। সে হিসেবে ঘটনার আগে ও পরে রুস্তমের কাছাকাছি থাকা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের যেকোনো সময় জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। তবে বিষয়টিকে এই মুহূর্তে খুবই স্পর্শকাতর হিসেবে দেখা হচ্ছে।'

একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, ঘটনার দিন দুপুর ১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের প্রকাশনা সম্পাদক আবদুল্লাহ আল গালিব ও ছাত্রলীগ কর্মী সেলিম রেজা রুস্তমের সঙ্গে তাঁর কক্ষে দেখা করতে যান। এর কিছুক্ষণ পরই ওই কক্ষে আওয়াজ শোনা যায়। তারপর রুস্তমের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার করা হয়।

তবে হত্যাকাণ্ডের পর ছাত্রলীগ নেতা গালিব কালের কণ্ঠের কাছে দাবি করেন, রুস্তমের গুলিবিদ্ধ শরীর তাঁর কক্ষে পড়ে আছে—এমন সংবাদ দিয়ে তাঁকে ছাত্রলীগ কর্মী সেলিম রেজা ডেকে নিয়ে আসেন। অন্যদিকে সেলিম রেজার দাবি, হত্যাকাণ্ডের কিছুক্ষণ আগে রুস্তম তাঁকে সিগারেট আনার জন্য টাকা দিলে তিনি হলের নিচে যান। পরে সেখান থেকে এসে কক্ষের ভেতর রুস্তমের গুলিবিদ্ধ দেহ পড়ে থাকতে দেখেন।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অন্য এক কর্মকর্তা জানান, সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের আলোচিত নেতাদের মধ্যে এখনো গ্রেপ্তার করা যায়নি সভাপতি আশরাফুল আলম ইমনকে। তবে ইতিমধ্যে অস্ত্রবাজির দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন ছাত্রলীগ নেতা সুদিপ্ত সালাম ও আসিফ। সেই চাপের মধ্যে রুস্তম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আবার নতুন করে কোনো ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গ্রেপ্তার বা আটক করতে সাহস পাচ্ছে না পুলিশ। এই চাপ সামলে উঠে ছাত্রলীগের সন্দেহভাজন নেতা-কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবিরের সভাপতি আশরাফুল আলম ইমনকে গ্রেপ্তারের দাবিতে ছাত্রলীগের ডাকা ধর্মঘট তৃতীয় দিনের মতো অব্যাহত রয়েছে। গতকালও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিভাগে ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় এক নেতা কালের কণ্ঠকে জানান, রুস্তম হত্যাকাণ্ড যে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণেই ঘটেছে, তা কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগও নিশ্চিত হয়েছে। তবে ছাত্রলীগের বদনাম এড়াতে এর দায়ভার শিবিরের ওপর চাপানো হয়েছে। তবে রুস্তম হত্যাকাণ্ড নিয়ে কয়েক দিন ধরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘটের নামে অচলাবস্থা কাটিয়ে উঠতে দ্রুতই কেন্দ্র থেকে নির্দেশ দেওয়া হবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শোক শোভাযাত্রা : রুস্তম হত্যার ঘটনায় তাঁর বিভাগ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পক্ষ থেকে গতকাল ক্যাম্পাসে শোক শোভাযাত্রা ও মানববন্ধন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শোকযাত্রাটি সিনেট ভবনের সামনে এসে শেষ হয়। সেখানে হত্যাকারীদের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নেয়। সংহতি জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরাও এতে অংশগ্রহণ করে।

অন্যদিকে রুস্তম হত্যায় জড়িতদের শাস্তির দাবি জানিয়ে ক্লাস-পরীক্ষা চালু রেখে ছাত্রলীগকে বিকল্প কর্মসূচি দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

ছাত্রলীগের অবস্থান কর্মসূচি : গতকাল সকাল সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। এ সময় বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান রানা ও সাধারণ সম্পাদক এস এম তৌহিদ আল হোসেন তুহিন। তাঁরা অবিলম্বে রুস্তমের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার দাবি করেন। একই সঙ্গে ঘোষণা দেন, রাবি শাখা শিবির সভাপতি গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চলবে। তৌহিদ আল হোসেন তুহিন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'রুস্তম হত্যায় জড়িতদের গ্রেপ্তার করা না হলে আরো কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের জিডি : এদিকে রুস্তম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গত রবিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে রেজিস্ট্রার অধ্যাপক এন্তাজুল হক একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন। নগরের মতিহার থানার ওসি এ বি এম রেজাউল করিম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আবার সেশনজটের খড়্গ : বিশ্ববিদ্যালয়ের আগের প্রশাসনের আমলে বেশির ভাগ বিভাগে সেশনজট শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছিল। গত এক বছরে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সান্ধ্যকোর্স ও বর্ধিত ফি বাতিলের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাস বন্ধ হওয়ায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ বিভাগে সেশনজট সৃষ্টি হয়েছে। সর্বশেষ রুস্তম হত্যার ঘটনায় টানা ধর্মঘটে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শিক্ষার্থী-শিক্ষকরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুহম্মদ মিজানউদ্দিন বলেন, 'সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ছাত্রলীগের ডাকা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। আশা করছি, তারা দ্রুতই ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেবে।'

প্রক্টর অধ্যাপক তারিকুল হাসান জানান, অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। অচলাবস্থা দূর করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে চেষ্টা চলছে।